OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 204
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 195 - 204
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে মৃত্যু ও অসুস্থতা : জীবনেরই প্রতিবিম্ব

হাসনুহেনা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: hasnuhenna@bankurauniv.ac.in

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Death, Illness, Jealousy, Struggle, subconscious mind, Detached perspective, Love, Hate.

Abstract
In Akhtaruzzaman Elias's short stories, themes of illness and death are recurring motifs. He himself has mentioned in interviews that death haunts him, and he fears it, as well as aging. Using illness and death as tools, Elias portrays the complexities of the human mind and the detached, impersonal aspects of life. Death has been viewed differently in Eastern and Western philosophies, and religions have also interpreted it in various ways. While Hindu and Buddhist philosophies discuss reincarnation, Christianity and Islam emphasize the importance of deeds in this life for determining one's fate in the afterlife. With scientific advancements, human lifespan has increased, and vaccines have been discovered for many diseases. However, alongside environmental pollution, new diseases have emerged. Death is a familiar theme in literature as well. Writers have depicted various forms of death as a natural part of life, but their perspectives on life and death have shaped their understanding of mortality. In Bengali literature, we have observed different types of death. Writers like Rabindranath Tagore, Bibhutibhushan Bandopadhyay, and Manik Bandyopadhyay have each presented unique portrayals of illness, death, and the surrounding life to readers. The context of illness or death often helps characters in novels or stories understand themselves better. In both Elias's novels and short stories, illness and death are recurring themes. However, in this essay, we will focus solely on his short stories. Stories like 'Osukh-Bisukh', 'Ferari', 'Jogadhyog', 'Kanna', 'Foda', 'Pitribiyog', 'Dudhe Bhate Upat', 'Dojokher Om', 'Opaghat' and 'Atandra' showcase the presence of death and illness. Yet, in each story, Elias uses death in different ways. Often, he deliberately blurs the sense of time in his stories using illness. Sometimes, through death, he sheds light on the complex dimensions of human character. Death and life are not always presented in opposition. Instead, he portrays the dreams, struggles, love, and brokenness of individuals detachedly through illness and death. His characters are always kept away from pompous idealism. He avoids unnecessary sympathy for those

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 204
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

nearing death. Free from sentimental emotions, his stories depict death without glorifying anyone. Elias is fascinated by the complex and inscrutable nature of human psychology. Death and illness serve as tools, like a diver, to bring out the inner person for the reader.

Discussion

"I heard the old, old man say
"Everything alters,
And one by one we drop away.
They had hands like claws and their knees
Were twisted like the old thorn trees
By the waters.
I heard the old, old man say,
All that's beautiful drifts away
Like the water."

১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি অর্থাৎ, বছর শুরুর প্রথম দিনে ইয়েটসের এই কবিতা ইলিয়াস তাঁর মৃত্যুর দু'বছর আগে লিখে রাখছেন তাঁর ডায়েরিতে।[১] ইয়েটস-এর এই কবিতায় ধরা আছে জীবনের সমস্ত সুন্দরও দূরে সরে যাবে, নিঃশেষ হয়ে যাবে– চিরন্তন অমোঘ এই কথাটি। কিন্তু সেই শেষ হয়ে যাওয়ার মধ্যে আছে প্রশান্ত নির্মল নির্লিপ্ত সৌন্দর্য। ইলিয়াস জীবন-মৃত্যুকেও বোধহয় এইভাবে দূর থেকে সমগ্রতার মধ্যে দেখতে চেয়েছেন বরাবর তাঁর উপন্যাসে, গল্পে। তাই বিচ্ছেদ, মৃত্যু, দুঃখ, দৈনন্দিন কদর্যতার মধ্যেও জীবনের প্রবহমানতার উষ্ণ অনিন্দ্য রূপ তিনি তুলে আনতে পারেন।

১

মৃত্যুর পরের দুর্জ্ঞেয় জগৎ নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। প্রায় সমস্ত ধর্মগ্রন্থেই মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে নিদান আছে। মানুষের জীবনের অনিবার্য নিয়তি মৃত্যু। আর তাই-ই হয়তো মানুষের জীবনতৃষ্ণাও অফুরন্ত! শরীর এবং মনের যৌথ সংগঠনেই আমাদের উপস্থিতি, আমাদের সত্তা। এই দুইয়ের যে কোনো একটি বিকল হলে অন্যটিকেও তা আত্মসাৎ করতে থাকে। গীতায় আছে–

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-
অন্যানি, সংযাতি, নবানি, দেহি।। ২২।।"[২]

অর্থাৎ, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে, তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। এছাড়া দেহ নষ্ট হলেও আত্মাকে 'অবিনাশী' বলা হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে জন্মান্তরবাদের কথা বলা আছে। অর্থাৎ, মৃত্যুই শেষ নয়। শংকরাচার্য বলবেন জীবন 'মায়া'। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের মোহজাল ছিন্ন হয় মাত্র। উপনিষদ অনুসারে, মানুষের মধ্যেই অবস্থান করছে পরম ব্রহ্ম। বেঁচে থাকা ও মৃত্যুর মধ্যেও আনন্দের অবস্থান। রবীন্দ্রনাথ লেখায় তাই হয়তো উঠে আসতে পারে 'মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান'।[৩] ইহজীবনই শেষ নয় তা যাত্রাপথের বাঁক বদল মাত্র বললে মৃত্যুকে তখন আর অত ভয়ানক, অত কঠিন মনে হয় না।

কিন্তু ইউরোপীয় ধারণায় মৃত্যুর ঠিক এরকম শান্ত অবিচল অনির্মম ছবি খুব একটা সুলভ নয়। খ্রিস্টধর্মে জন্মান্তরবাদের ধারণা নেই। মৃত্যু-পরবর্তী কালে পাপ-পুণ্যের বিচারে নরক বা স্বর্গে চিরস্থায়ীভাবে তারা নিক্ষিপ্ত হয়। ইসলামেও মৃত্যুর ধারণা প্রায় একইরকম। ইহজীবন পেরিয়ে পরকালের জীবনই অনন্ত। হাসরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষের বিচার হবে কৃতকর্মের ভিত্তিতে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 204
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন পন্থা তাদের মতো করে ভেবেছেন, কল্পনা করেছেন। বিজ্ঞানও অসুস্থতা, মৃত্যুর সঙ্গে তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে প্রাণপণ লড়ার চেষ্টা করেছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেক রোগের টিকা তৈরি করেছে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে। তবে পরিবেশের দূষণের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-নতুন রোগও এসেছে। রোগ, অসুখ, মৃত্যু জীবনের বিপরীতে নয় জীবনের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করেই থেকেছে পৃথিবীর আদিম লগ্ন থেকে, এখনও।

বাংলা সাহিত্যে মৃত্যু, অসুখ – তার মনস্তত্ত্ব নিয়ে লেখা কম নেই। জীবনের স্বাভাবিক অংশ হিসেবেই মৃত্যুমিছিল এসেছে সাহিত্যে। তাদের বিচিত্র রকমসকমও আছে। রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' উপন্যাসে শর্মিলার অসুস্থতা এবং তার মানসিক জটিলতা বা 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজার দীর্ঘ অসুস্থতা আমাদের স্মৃতিতে রয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর মতো গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতেও আছে অসুস্থতাকে বাজি রাখার কৌশল। বিভূতিভূষণের উপন্যাসেও মৃত্যুর একধরনের প্রশান্ত শৈল্পিক অথচ মর্মভেদী রূপ আমরা দেখেছি। অর্থাৎ, ইলিয়াস প্রথম নন এই তালিকায়। কিন্তু প্রত্যেকের জীবন দর্শন, তার সঙ্গে বোঝাপড়া – মৃত্যুকে দেখার প্রেক্ষণবিন্দুকে আলাদা করে দেয়। ছোটোগল্প-উপন্যাসে ইলিয়াস কখনও পাঠককে নিয়ে গিয়ে অসুস্থ চরিত্রের পাশে মোলায়েমভাবে দাঁড় করিয়ে দেন। কখনও এক ঝটকায় আগের মুহূর্তের প্রশান্তিকে নষ্ট করে দেবেন। জীবনকে তিনি নির্মোহ অথচ গভীরভাবে দেখেছেন – তাতে সমালোচনার ঝাঁঝ নেই, সংস্কারের মোহ নেই। শুধু এক নিবিড় দেখা আছে। তা আন্তরিক কিন্তু একইসঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক।

ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাসে কখনও অসুখ 'মৃত্যুমুখী' কখনও বা নয়। 'অসুস্থতা' বলতে আমরা বুঝি রুগন, পীড়িত। 'অসুখ' শব্দের অর্থ সুখের অভাব, পীড়া, অশান্তি। এই শব্দগুলি বেশিরভাগই মানসিক ভাব। অর্থাৎ, 'অসুখ' শব্দটির মধ্যে এক ধরনের ব্যাপ্তি আছে যা তাৎক্ষণিক অল্পসল্প শরীর খারাপ পেরিয়ে এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি অশান্তি, সুখের অভাবের কথা জানান দেয়। তার মানসিক দিকটিকে উপেক্ষা করা যায় না। অসুখগুলির আলম্ব বিন্দু বেশিরভাগ সময়ই শরীর হলেও তাই মনের উপর তার দাপাদাপি কম নয়। চরিত্র এবং কাহিনি নির্মাণেও এইরকম অসুখের গুরুতর প্রভাব থেকে যায়। ইলিয়াসের গল্পেও অসুস্থতা জরা-বার্ধক্য শুধু শারীরিক গণ্ডিতে আটকে থাকেনি।

ইলিয়াসের সাহিত্য সম্ভারের বপু বিশাল নয়। মাত্র দু'টি উপন্যাস, কয়েকটা ছোটগল্প, একটা প্রবন্ধ সংকলন আর কয়েকটা সাক্ষাৎকার। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়েরির গ্রন্থনা এবং সম্পাদনা করেছেন শাহাদুজ্জামান। সেখানে আমরা দেখি, ইলিয়াসের ডায়েরি লেখার ধরনটি এলোমেলো অনিয়মিত এবং একান্তই তার নিজস্ব মর্জিনির্ভর। কিন্তু ডায়েরিতে টুকরো টুকরো লেখার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, তাঁর চিন্তাজগতের কিছু কিছু স্কেচ। বেদ, বাইবেল, কোরান আইনস্টাইন, মার্কস, ইয়েটস, যিশু-সহ সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনাবলির উল্লেখ এখানে দেখতে পাওয়া যাবে। এই বিচিত্র ও বিবিধ বিষয়চর্চার মধ্যেও যা আমাদের কিছুতেই নজর এড়াবে না, তা হল ইলিয়াসের মৃত্যুকে আলাদা করে দেখার মন। তাঁর ডায়েরিতে তিনি অনেক মৃত্যুর কথা তথ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা কোনোরকম বিস্তৃত বিবরণ ছাড়াই। আমাদের আলোচনার মধ্যে বেশ কয়েকবারই এসে পড়বে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়েরির নানা অনুষঙ্গ। ১৯৮২ সালে তাঁর জন্মদিন ১২ ফ্রেব্রুয়ারি তিনি ডায়েরিতে লিখছেন –

"39 years passed, how many years left?"[৪]

আবার নিজের তেত্রিশ বছর বয়সের জন্মদিনে পৌঁছে যিশুর তেত্রিশ বছর বয়সে মারা যাওয়া তিনি মনে করছেন। সঙ্গে লিখছেন নিজের সম্পর্কে–

"He is yet to start his life. How does he justify his existence? Or does he have any?"[৫]

মৃত্যুমুখী যে জীবন, তা তাঁকে ভাবাত সন্দেহ নেই! তাই জন্মদিনের দিনগুলিতে তাঁর বেঁচে থাকা, তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর বিষণ্ণতা খানিক টের পাওয়া যায় উপরোক্ত উক্তিগুলোতে। তাঁর ডায়েরিতে আমরা পাব নানা মৃত্যুর খবর। পূর্ব পাকিস্তানের গণ অভ্যুত্থানের সময় হওয়া অনেক মৃত্যুর খবর, গুলিবর্ষণের কথা ডায়েরিতে ধরা আছে। এছাড়া ভারতীয় অভিনেত্রী মধুবালা, জা পল সার্ত্রের মৃত্যুর কথাও তাঁর ডায়েরিতে উঠে আসছে। একজন অনুভবী মন জীবন নিয়ে ভাববেন, এ তো অস্বাভাবিক নয়। মৃত্যু আর অসুখের সম্পর্কও দূরবর্তী নয়। কঠিন অসুস্থতার দুই দিকে দুটো সুতো ঝুলে থাকে সবসময়। একদিকে জীবন। একদিকে মৃত্যু। এই দুই সুতোর দড়ি টানাটানি তাঁর বিভিন্ন গল্পে ফুটে উঠতে দেখা যাবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 204
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আমরা ইলিয়াসের বিখ্যাত ও বহু সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ দুই উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা'কে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের আলোচনার বাইরে রাখছি। এই দুই উপন্যাসেও লেখকের মৃত্যুচেতনা, অসুস্থতার বোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়ে আছে।

২

'অসুখ-বিসুখ' গল্পে বিধবা প্রৌঢ়া আতমন্নেসাকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পরিবারের নানা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের উপর নজর রাখতে দেখা যায়। তার মাথা ঘোরে, ভেতরটা জ্বলে যায়, জানের, মনের আরাম নেই। কিন্তু তার অসুস্থতাকে বাড়ির তেমন কেউ আমল দেয় না। ছেলেমেয়ে-সহ পরিবারের প্রত্যেকে ভাবে তার অসুখ মনের। ওষুধে তা উপশম হবে না। তার হৃদয় লালায়িত হয় একটু ওষুধ পথ্যর জন্য, আর ভারী অসুখের জন্য। তার অসুখের প্রার্থনা কখনও কখনও মনোযোগ, গুরুত্ব ও যত্নের আকাঙ্ক্ষারও সমার্থক হয়ে যায়। সারাটা জীবন সে উদয়াস্ত খেটেছে সংসারের জন্য। হাঁফানিতে ভোগা স্বামীর সেবা করে, তার প্রতিটা ছোটখাটো সুবিধে-অসুবিধেয় নিজেকে নিবেদিত করে সে এখন জীবন সায়াহ্নে। তার শরীর মোটের উপর শক্তপোক্ত ছিল বলে তার শরীরের ভালো-মন্দের দিকে কেউ ফিরে তাকায়নি। বয়সের প্রান্তে এসে সে আত্মোপলব্ধি করে–

> "তা হোক, - শরীর লোহার হোক কাঠের হোক-রোগ ব্যারাম ছাড়া কি মানুষ বাঁচে? অবেলায় গোসল করে আতমন্নেসার যদি কখনো গা গরম করেছে সে আর বলা হয়নি। এই না-বলাটাই হয়েছে তার কাল। এতে সকলে ভাবতে শুরু করলো কি বৌয়ের গতর হইল লোহার পিঞ্জর একখান।"[৬]

আসলে সংসারে মেয়েদের শরীর মন নিয়ে পরিবার তখনই ভেবে উঠতে পারে যখন তা সাংসারিক কাজকর্মের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আতমন্নেসা তার শরীরের খুচরো চাপা জ্বর, চোঁয়া ঢেকুর ও অন্যান্য নানা অসুবিধের কোনো প্রভাব– সংসারের জন্য দেওয়া শ্রমের উপর ফেলতে দেয়নি। তাই তার শরীরও অবহেলিতই থেকেছে। ইলিয়াসের এই গল্প আলো ফেলে আমাদের পরিবারের মেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি যে সামূহিক অবহেলা তার উপরও। স্বামী চিংড়ি মাছ খায় না বলে আতমন্নেসার আর চিংড়ি খাওয়া হয় না। নিজের পছন্দ-অপছন্দ পরিবারের জন্য বলি হয়ে যায়। সন্তান প্রসবের পর ক্লান্ত শরীরে মনে মায়েদের যে বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়, আতমন্নেসার সারা জীবনে তা জোটেনি। অসুখে, ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে তার মনে পড়ে যায় ননদ ফুলজান সন্তান প্রসবের পর তার দেখাশোনার জন্য আসলেও সে নিজেই রোগে কাতর থাকত। বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবনের নানা না-পাওয়া আর অবহেলা আজ তার মনে পড়ে। গল্পে উল্লিখিত এই খেদোক্তিগুলি উদ্ধারযোগ্য-

> "না, পোয়াতির শরীরের দিকে কেউ দ্যাখেনি"[৭]

বা

> "ওষুধ না দিক, চিকিৎসা না হোক, - কেবল তারই জন্যে কোনো একটা পথ্য যদি কোনোদিন আসতো!"[৮]

সংসারে যা যা প্রাপ্য, তার অনুপস্থিতি যে মানুষের মনকেও বিষিয়ে দেয়, অসুস্থ করে তোলে তা আতমন্নেসার গোপন ইচ্ছেতে ধরা পড়ে যায়। মেয়ে মতিবিবির প্রতি তার স্বামীর মনোযোগ ও এনে দেওয়া ওষুধ, তার মনে চিড়বিড়ে জ্বালা ধরায়। সারাজীবন সে যা পায়নি, সেই সুখ, সেই আহ্লাদে মেয়েকে ভেসে যেতে দেখে হিংসেয় তার মনে হয় –

> "জামাইটাই বা কিরকম পুরুষমানুষ যে বিয়ের পর চার বছর বাচ্চা হয় না, এখনো অন্য বিয়ে করার নাম পর্যন্ত করে না। আবার ডাক্তার দ্যাখায়। বলে কি হাঁফানি ভালো হলে মতিবিবির বাচ্চা হতে পারে। কতো রঙের কথাই যে এরা জানে!"[৯]

অসুখে-বিসুখে তো শুধু আমাদের শরীর বিকল হয় না। শরীরের প্রত্যক্ষ প্রভাব আমাদের মনে এসে পড়ে। আতমন্নেসার মনও বিষিয়ে ওঠে চোখের সামনে মেয়ের পর্যাপ্ত ওষুধের সরবরাহ দেখে। মনে মনে সে ক্ষণিক অসূয়া বশে মতিবিবির দুর্ভোগই যেন বা চেয়ে বসে! ইলিয়াস মানুষের মনকে আর তার বিচিত্র দ্বন্দ্বকে এভাবে ফালাফালা করে তুলে ধরেন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 204
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাঠকের সামনে। 'মা'-এর কোনো আদর্শ মূর্তি দেখানোর উদ্দেশ্য থেকে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করেন। তিনি এ-ও জানেন, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কীভাবে মেয়েদের গভীরে শিকড় রেখে যায়, তাদেরকেও পিতৃতন্ত্রের মুখপাত্র করে তোলে। তাই সে সন্তান না হওয়া মেয়ের জন্যও সতীনই দস্তুর মনে করে।

ওষুধ খাওয়ার মরিয়া লোভে আতমন্নেসা মেয়ের জন্য আনা ওষুধ চার-পাঁচটা খেয়ে ফেললে ডাক্তার আসে বাড়িতে। সারাজীবন ধরে যে সুস্থ শরীরের প্রতি কারোর নজর পড়েনি, সবার অগোচরে সেই শরীরে ধীরে ধীরে বাসা বেঁধেছে কর্কট রোগ। তারপর নানা ওষুধ চেক-আপে ভরপুর রঙিন হয়ে উঠল আতমন্নেসার জীবন। মারণ কর্কট রোগে আক্রান্ত হওয়ার কষ্টও যেন রেখাপাত করতে পারে না। দু'চোখ ভরে সে শুধু ওষুধ দেখতে চায়। পাঠক জানেন, এ ওষুধ আতমন্নেসার চোখে, মনে মস্তিষ্কে অনূদিত হতে থাকে যত্ন, গুরুত্ব, মনোযোগ ও দীর্ঘ কামনা পূরণ হিসেবে। তাই গল্পের শেষেও সে জামাইকে আসতে বলে তার কঠিন অসুখে দেখতে আসার জন্য। কী চমৎকারভাবে ইলিয়াসের কলমে উঠে আসে মানুষের চাওয়া আর জটিল মনের চিত্রলিপি অসুখকে কেন্দ্র করে এই গল্পে।

অসুখ আর জীবনকে আমরা দুই মেরুতে দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু অসুখ ও জীবনবাসনা, কীভাবে গায়ে গায়ে লেগে থাকে আমতন্নেসার অসুখ-প্রীতি আমাদের দেখিয়ে দেয়। সংসারে অবহেলিত নারী যার পরিচয় শুধু সেবিকা, স্ত্রী আর মায়ের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে তার নিজের অস্তিত্ব তখন যেন সে অসুখের অলিন্দে খুঁজে নিতে চায়।

ইলিয়াসের লেখায় তথাকথিত অসুস্থ মানুষদের মধ্যে আমরা একটা অন্য বাস্তবতার সন্ধান পাব। সেই সমান্তরাল বাস্তব কখনও অনেক কালের, অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। ব্যক্তিগত অতীত আকাঙ্ক্ষা থেকে তা মিশে যায় সমষ্টির ইতিহাসে। সময় নিয়ে অদ্ভুত খেলা করেন ইলিয়াস। তাঁর গল্পের কথনেও তিনি পাশাপাশি মিশিয়ে দেন বর্তমান অতীতকে। তাঁর চরিত্রদের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায় বিভিন্ন কালের রাজনৈতিক ইতিহাস। 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে ওসমানের স্কিজোফ্রেনিয়ার যথেষ্ট সুযোগ নিয়েছেন রাজনীতি সচেতন ইলিয়াস। অশান্ত রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত '৭১-এর বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে তাই তিনি মিশিয়ে দেন মোগল যুগ, ঔপনিবেশিক পরাধীন ভারতবর্ষের ছবি। 'ফেরারী' গল্পেও ইব্রাহিম অসুস্থ। ইব্রাহিম ওস্তাগরকে জিন পরীতে পায়। সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। গালাগালি মেশানো চাঁছাছোলা শ্রমজীবী মানুষের আবেগহীন নির্মেদ, ঢাকার এক নাগরিক ভাষায় ইব্রাহিম কথা বলে, হ্যালুসিনেট করে। ইব্রাহিম ওস্তাগরের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে তার পরিবারের সবাই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ডাক্তার আসে, আল্লার নাম নেওয়া হয়। কিন্তু ইব্রাহিমের মৃত্যু আসন্ন হয়ে ওঠে। তার ছেলে হানিফ কোরান আনতে বেরিয়ে যায়। কোরান পাঠ মৃত্যুপথযাত্রীর বেদনা কমায় – এমনই ধর্মভীরু মানুষের বিশ্বাস। কিন্তু একদিকে ইব্রাহিমের মৃত্যু যাত্রা অন্যদিকে জিন-পরী পাওয়া রাতে হানিফ ক্রমশ তরুণ ইব্রাহিমের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে থাকে। সময়ের বৃত্তাকার পরিখায় গুলিয়ে যায় অতীত-বর্তমান। তরুণ ইব্রাহিমের অতীতের মধ্যে সে সেঁধিয়ে যেতে থাকে। বোন ফতেমার মৃত বাবার জন্য কান্না থেকে সে দূরে পালাতে চেষ্টা করে। তার বাবার ইতিহাস, তার বাবার আসন্ন মৃত্যু, তার ভয় এই সমস্ত কিছু থেকে সে পালিয়ে আশ্রয় নিতে চায় থানায়, গারদের পিছনে। সে বলে ওঠে–

"তো হালার খানকির পোলায় আমারে ধইরা রাইখা দিবো না? রাখবো তো?" [১০]

হানিফকেও পাঠকের আর সুস্থ মনে হয় না। তাই সুস্থ স্বাভাবিক জীবনেও লেখক তাঁকে স্থাপন করতে পারে না। ইব্রাহিমের অসুস্থতা মৃত্যু দিয়ে গল্প শুরু হলেও হানিফকে আমরা ফেরারি হয়ে যেতে দেখব। এই গল্পে লেখক মৃত্যু এবং অসুস্থতাকে ব্যবহার করেন চমৎকারভাবে ঢাকার রাস্তাঘাট, ইতিহাস, ইসলামিক মিথ (জিন, পরী, ইবলিশ) তুলে ধরতে। এ গল্প পড়তে গিয়ে মনে হয় এ গল্প লেখক শুরু করলেও এই গল্পের রূপরেখা গল্পটি নিজেই তৈরি করে নিয়েছে, লেখকও যেখানে থেকেছেন খানিক দর্শকের ভূমিকায়।

'পিতৃবিয়োগ' গল্পে মাতৃহীন ইয়াকুব, মৃত্যুর পর বাবাকে নতুন করে জানতে থাকে লোকমুখে। একটা মানুষের গহ্বরে লুকিয়ে থাকে হাজারো মানুষ আর তার হরেকরকম ব্যক্তিত্ব। এক জীবনে মানুষের বহু ভূমিকা। মনুষ্য চরিত্র রহস্যে ভরা, দুর্জ্ঞেয়। গম্ভীর সংযত বেরসিক আবেগহীন যে বাবাকে সে জানত তার স্বরূপ একেবারে বিপরীতভাবে উদঘাটিত হয় ইয়াকুবের কাছে তার মৃত্যুর পর। এই গল্পে তার বাবার মনস্তত্ত্বে কোনো সমান্তরাল বাস্তব ইলিয়াস দেখাননি বা সেটাকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 204
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তার অসুস্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেননি, কিন্তু একটি মানুষের চরিত্রের দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য, বিভিন্ন ডাইমেনশন মৃত্যুকে অবলম্বন করে তুলে ধরেছেন। ইয়াকুবের পিতৃবিয়োগ শুধু শারীরিকভাবে হয়নি। মানসিকভাবে যে বাবার ছবি সে লালন করে এসেছে তার সঙ্গে ঘটে গিয়েছে তার বিচ্ছেদ। যে বাবার ছবি তার কাছে ছিল আর মৃত্যুর পর যে বাবাকে সে চিনছে– এই দুইয়ের সঙ্গেই তার দুরকম বিচ্ছেদের সম্পর্ক। শারীরিক ভাবে তার বাবা পরলোকগত হয়েছে। আর নতুন চেনা বাবার সঙ্গে তার কোনো সংযোগই সাধন হয়নি। ইয়াকুব তার বাবার কুলখানি অবধিও আর অপেক্ষা করে না। ফিরে চলে যায়। বাবাকে বুঝতে চেষ্টা করে সে -

> "ইয়াকুব আরেকটা এ্যাটেম্পট নিলো। গম্ভীর একজন লোক একবার হাতের নাগালে আসে তো আরেকজনের গ্লাস থেকে ঢালা মদের ছলকে সমস্ত গাম্ভীর্য মুছে যায়।"[১১]

পাঠক বুঝতে পারে, যে অপরিচিত রাস্তা একা ইয়াকুব পার হতে যায়, সেই রাস্তা তার কোনোদিন শেষ হবে না। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার বাবার যে পরিচয় নতুন করে সৃষ্টি হল তার সফর অনেক দীর্ঘ।

'দুধভাতে উৎপাত' গল্পটি জয়নাবের অসুস্থতা আর সন্তানদের দুধ ভাত খাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ঈশ্বরী পাটনীর চিরকালীন বার্তা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। কিন্তু মাতৃস্নেহ আর বাৎসল্যের নির্মল ছবি হতদরিদ্র পরিবারে আঁকা সবসময় সম্ভব হয় না। বিশেষ করে যখন খিদের মুখ দাবানলের মতো জ্বলতেই থাকে। মায়ের অসুস্থতার পরিবেশে ছেলেমেয়েদের খিদে ও খাবারের তীব্র অভাবে পারস্পরিক রেষারেষি ও প্রতিযোগিতা নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে এ গল্পে। মানুষের ন্যূনতম চাহিদা না মিটলে সভ্যতার অর্জিত বিভিন্ন মূল্যবোধ ভেঙে পড়ে তাসের ঘরের মতো। জয়নাবের অসুস্থতা এই গল্পে চকিতে আমাদের তার এক ঝলক ছবি দেখিয়ে দেয়। এ গল্পে জয়নাবের ছেলে ওহিদুল্লা মায়ের ইচ্ছে মেটাতে দুধ আনতে যায়। চাল ডাল এর পরিবর্তে তাদের কালো গাই রাখা আছে তাদের বাড়ি। মুহুরির বাড়িতে গমের দানা ছিটিয়ে মুরগিকে দেওয়া, শহুরে মেয়রা পেয়ারা খেতে খেতে বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে বলে ওঠে-

> "দুধ আমার ভাল্লাগে না! দুধ আবার মানুষ সখ করে খেতে চায়? মাগো!"[১২]

বা,

> 'নেই কোন উৎপাত, খায় শুধু দুধভাত!'[১৩]

আলতাফদের বাড়িতে ঢোকার মুখ থেকেই স্বচ্ছল পরিবারের খাবারের গন্ধ আতিশয্য ইলিয়াস দেখাতে ভোলেনিনি। খাঁটি সরষের তেলের ঝাঁঝ, মস্ত মুড়ির বাটি, পিঠের খবর, খাবার না ভালোলাগার মতো বিশেষ অধিকারের ক্ষমতা আর অন্যদিকে দারিদ্র-জর্জর জয়নাব ও তার ক্ষুধার্ত সন্তানদের জীবনসংগ্রাম পাশাপাশি তুলে ধরেন। একদিকে অপর্যাপ্ত খাবারের ছড়াছড়ি অন্যদিকে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম খবারের অভাব। জয়নাবের বাড়িতে দুধেভাতে উৎপাত। জয়নাবের অসুস্থতার কপালে কোন শীতল পেলব গভীর দুঃখ, কষ্ট, বিষণ্ণতা মেশানো যত্ন, চিন্তা জোটে না। ভাইবোনেদের সানকিসুদ্ধ চালের গুঁড়ো সেদ্ধ খাওয়ার প্রতিযোগিতায় ওহিদুল্লা নামতে না পেরে বলে ওঠে–

> "এ অবস্থায় সানকি কেড়ে নেওয়া কী করে সম্ভব? মা মাগী বমি করার আর সুযোগ পায় না!"[১৪]

অনেকক্ষণ ধরে বমি করে, নিজের শরীরের প্রায় সমস্ত কিছু পানির মতো বের করে দিয়েও জা হামিদা বিবি যে তার সন্তানদের দুধ ভাত খাওয়ায়নি তাতে সজাগ হয়ে ওঠে। ওহিদুল্লাকে বলে ওঠে–

> "বুইড়া মরদটা! কী দেহস? গোরু লইয়া যায়, খাড়াইয়া খাড়াইয়া কী দেহস!"[১৫]

অর্থাৎ, দুধভাত খেতে চাওয়াটা আর এখানে নিরীহ ইচ্ছেয় সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজের অর্থবান ক্ষমতাশালীদের কাছ থেকে গরু আদায় যে একপ্রকার উৎপাত, তা বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। ক্ষিদে আর ক্ষমতার বৈপরীত্যে তবু মধুর হয়ে থাকে জয়নাবের মাতৃত্ব।

শুধু মায়ের বাৎসল্য নয়, বাবার সন্তানের প্রতি মমতা ভালোবাসা দায়িত্বের ছবিও ইলিয়াসের ছোটোগল্প ভুবনে জায়গা করে নেয়। 'কান্না' গল্পে আফাজ আলি কবর জিয়ারাত করে। কবরস্থান আর মৃতদেহ সবসময় তাকে ঘিরে থাকে। সাধারণ মানুষের শোক, প্রিয়জন ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা এগুলোকে উসকে দিয়েই তার রোজগারপাতি হয়। ছেলের পড়াশোনা,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 204
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চাকরির জন্য ঘুষের টাকা জোগাড় সবই তাকে করতে হয়। কিন্তু সেই ছেলেই দাস্কে বমিতে মারা গেলে তার কবরের ব্যবস্থা সে করতে পারে না। মরা মুখও তার দেখা হয় না। সন্তানের দাফনের জায়গায় গিয়ে দোয়া পড়তে গিয়ে দেখে চারপাশ দুর্গন্ধময় জঞ্জালে পরিপূর্ণ। আর অন্যদিকে ঢাকা শহরের কবরখানায় অজানা অচেনা বড়োলোকদের গোরের পাশে গোলাপ রজনীগন্ধা সে সাজিয়ে বেড়ায়, সুগন্ধে ভরপুর করে রাখে। কিন্তু নিজের ছেলের জন্য যে কবর ধার্য হয় তা সব অর্থেই ম্লান। ভাগাড় বললেও বেশি বলা হয় না। শোকের জন্য সময়টুকুও সে পায়নি। যে টাকা ছেলে চাকরি পেলে শোধ করবে ভেবেছিল, সেই টাকার জোয়াল তার কাঁধে ভারী হয়ে বসে। শুধু শোক নয়, ক্ষোভ এবং অসহায়তা তাকে আবার ছুটিয়ে মারে অন্যের কবরের বরাত পাওয়ার জন্য। নিজের ছেলের জন্য যে শোক সে প্রকাশ করতে পারেনি তাই বেরিয়ে আসে বেরিয়ে পড়ে অন্যের সন্তানের কবর জিয়ারতের সময়। ইলিয়াস এই গল্পে নিরবিচ্ছিন্ন শোকের অবসর, সময়কে থেঁতলে ফেলতে চান বাস্তবের কাছে।

'দোজখের ওম' গল্পে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ দর্জি কামালউদ্দিনের শরীরের একদিক সম্পূর্ণ অচল ও অবশ। তার বেঁচে থাকার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া আর ভাবনা-চিন্তা করা ছাড়া কোনো কাজই সে একা করতে পারে না। পাশ ফেরা, দাঁড়ানো শৌচকর্ম সবেতেই তার অবলম্বন প্রয়োজন হয়। সাংসারিক চিন্তা আর নিজের শারীরিক অপারগতা তার ইহজীবনকে অসহনীয় করে তোলে। রাতে শুয়ে শুয়ে সে মৃত স্ত্রী সন্তান নাতিকে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার বিশ্বাস তার স্ত্রী মানে আকবরের মা সত্যিই আসে। এসে তাকে এতোদিন বেঁচে থাকার জন্য গঞ্জনা দেয়। শুয়ে শুয়ে প্রবীণ কামালউদ্দিন সংসারের জটিল স্বার্থে ঘেরা চালচিত্র উপলব্ধি করেন। তার মৃত্যুর পর মেয়ে খোদেজাকে তার ভাইয়েরা আর দেখবে না, সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়বে। বাবাকে বাঁচানোর আকুতির মধ্যে সে মেয়ের নিজের অস্তিত্বের সংকটও বুঝে ফেলে। সমাজে মেজো ছেলে আমজাদও বেশ কেউকেটা হয়ে উঠছে, তা টের পায় সে। আর বড় ছেলে আকবর যে বাড়ির দূরে থাকে তার সম্ভাবনাময় দর্জি-জীবনের কথা, তার সংসারের কথাও তার চিন্তায় ঘিরে থাকে।

যে মানুষ শুয়ে আছে প্রায় অর্ধমৃত হয়ে, তার কাছে এই পৃথিবীটাই এখন দোজখের মতো। কোনো জাগতিক গঠনমূলক কাজে আর তার কোনো যোগদান নেই। বাড়ির অন্যদের জন্যও সে বোঝা স্বরূপ। এমন জীবন সে বাঁচছে যেখানে মৃতলোকদের ঈর্ষা করে সে। একে একে তার স্মৃতিতে উঠে আসে নানা মৃত্যুর খবর। তার স্ত্রীর মৃত্যু, ছোটোছেলের মিলিটারির হাতে মৃত্যু, মেয়ে নুরুন্নাহারের গর্ভপাতের সঙ্গে মৃত্য, মেয়ে খোদেজার ছেলে ফিরোজের মৃত্যু, আর সব শেষে এ গল্পে তার বড় ছেলে আকবরের মৃত্যু। তার আত্মীয়-পরিজনেরা, অনেকেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু তারা সবাই কাছে এসে ভিড় জমায় সকলের অজান্তে। এমনই মনে হয় তার। জীবিত মানুষজন আর মৃত মানুষজন – এই দুইয়ের মাঝে তার সত্তা ঝুলে থাকে। যে জীবন তার কাছে আর আস্বাদ্য নয়, মৃত্যুই কাম্য – সেখানে মৃত মানুষেরাই তার দোসর হয়ে তাকে সঙ্গ দিতে আসে।

এই গল্পে অসুস্থতা, মৃত্যুকে ইলিয়াস জীবনের স্বাভাবিকতার সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন তাতে চমক লাগে না, এমনকী, দু'-একটা ক্ষেত্র ছাড়া বিষাদও তেমন দানা বাঁধতে পারে না। এ শুধু নিস্পৃহ দেখে যাওয়া। কিন্তু এতক্ষণ ধরে মৃত্যু, অসুস্থতার যে নিকষ মৌতাত তিনি জমিয়ে তুলবেন তাকে ভেঙে ফেলবেন গল্পের শেষে। প্রেমের অনির্বচনীয় সীমাহীন শক্তির প্রকাশ ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিস্তেজ একঘেয়ে গল্পের আখ্যানেও যেন তড়িৎ সঞ্চারিত হয়।

হানিফের মা-ভাবির প্রতি যৌবনে যে প্রেম অনুচ্চারিত ছিল, গোপন কুঠুরিতে বন্ধ ছিল তা উদ্বাহু হয়ে জীবনমুখি করে তোলে কামালউদ্দিনকে। পঙ্গু কামালউদ্দিন তাকে দেখে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, বাঁচার কথা ভাবে। দোজখের ওম হয়ে আসে প্রেম, হানিফের মা-ভাবি।

'যোগাযোগ' গল্পে রোকেয়ার সন্তান খোকন। যে তার অনুপস্থিতিতে ছাদের কার্নিশ থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে। তারপরে হাসাপাতালে একটানা খোকনের গোঙানি আর রোকেয়ার উৎকণ্ঠর মধ্যে দিয়েই গল্পটা শেষ হয়ে যায়। অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে মাতৃ হৃদয়ের আকুলতা, আর বাৎসল্যের ছবিই এখানে মুখ্যত উঠে এসেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 204
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'ফোঁড়া' গল্পে নইমুদ্দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিল একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের আন্দোলনে শামিল হয়ে। দলটাই তার চিকিৎসার ভার নিয়েছে। টাকা দিয়েছে নগদ একশো, ওষুধপত্রের খরচের। নইমুদ্দিনের মামাতো ভাইয়ের রিকশায় উঠেছে মামুন নইমুদ্দিকে দেখতে এসে। কিন্তু নইমুদ্দিন পুরোপুরি সুস্থ না হয়েই ইদের জন্য বাড়ি চলে গেছে। রিকশাওলা মামুনকে তার ফোঁড়া দেখাতে উদগ্রীব। উরুতে ফোঁড়া হওয়ায় সে রিকশা চালাতে পারে না। মামুনকে দেখিয়ে সে টাকা নিতে চায়। মনে পড়ে যেতে পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটার কথা।

'অপঘাত' গল্পে মুক্তিবাহিনির সদস্য বুলুর মিলিটারির বন্দুকের গুলিতে মারা যাওয়া ও তার বন্ধু শাহাদাৎ-এর মৃত্যু গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হলেও বহু মৃত্যুর কথা এখানে উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে শহিদ হয়ে যায় বুলু। কিন্তু তার বাবা-মা শোকপ্রকাশও করতে পারে না মন খুলে। এদিকে মুক্তিযুদ্ধের উত্তপ্ত এবং খানিক আবেগময় পরিবেশে বুলু তখন তরুণমনের নায়ক। বুলুর মতো মৃত্যুর ঐশ্বর্য তাদেরও একান্ত কাঙ্ক্ষিত। বুলুর বাবা চেয়ারম্যানের বাড়ি গিয়ে যখন শোনে শাজাহান রোগে ভুগে মারা যাওয়ার সময় বুলুর মতো মৃত্যু কামনা করেছে তখন ধীরে ধীরে তার সাহস বাড়ে। অপঘাতের মৃত্যুবৃত্তান্ত থেকে মুক্ত হয়ে বুলুর আসল মৃত্যু বর্ণনা ছড়িয়ে পড়ে। এই গল্পে মৃত্যুকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধের আবহ, পাক বাহিনীর নির্মমতার ছবি তুলে আনেন ইলিয়াস।

'অতন্দ্র' গল্পের প্রতিবেশ এবং আবহ একটি হাসপাতালেরই, অসুখ এবং মৃত্যু যেখানে প্রতি মুহূর্তে জায়মান। গল্পটির একেবারে শুরুর দিকের বর্ণনা উদ্ধারযোগ্য–

> "সন্ধে থেকেই স্লো-পয়জনের মতন অতি ধীরে ধীরে আসা অন্ধকারের অজস্র তরল কীটে সমস্ত বাড়িটাই আক্রান্ত। নিচের অপরিসর স্যাঁতস্যাঁতে উঠোনের সাথে মিথুনরত পোকার মতন নিবিড় করে সেই অন্ধকার ছড়ানো।"[১৬]

রোগ-জরা-অসুস্থতার অন্ধকার হাসপাতালের পুরো বাড়িটাকে জাপটে ধরে রেখেছে। এই মিটফোর্ড হাসপাতালেই গল্পের নায়ক স্বপন জল বসন্তে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি। চারপাশে বিভিন্ন রোগী। কেউ মৃত্যুপথযাত্রী। কারোর বা মৃত্যু ঘটে গেছে। হাসপাতালের দুনিয়া আমাদের লৌকিক, বৈষয়িক জীবনের চেনা চৌহদ্দির মধ্যে থেকেও জীবন মৃত্যুর সীমারেখার কাছে থমকে যাওয়া ধূসর ভুবন। মৃত্যু মিটফোর্ড হাসপাতালে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই আর পাঁচটা শারীরবৃত্তীয় কাজের মতো সাধারণ ঘটনা। পাশের ঘরে কেউ মারা যাচ্ছে, কেউ মৃতুর সঙ্গে প্রাণপণে লড়ছে। আর এর মাঝে ইংরেজি সাময়িকীর একটি পাতায় যেখানে সমুদ্রের তীরে স্বল্পবসনা মার্কিন মহিলা সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে দাঁড়িয়ে, তা হাসপাতালের এক নার্সের লোলুপ দৃষ্টিতে ব্যবহার্য হয়ে উঠছে ব্যক্তিগত উত্তেজনার মুহূর্তে। ইলিয়াস বহুবার তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে মাস্টারবেশনের দৃশ্যকে তুলে আনেন, ব্যবহার করেন। মৃত্যুর এলাহি আয়োজনের মধ্যে সুস্থভাবে, নিজেকে এই মহা মৃত্যু যজ্ঞ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে যাওয়ার মধ্যেই একটা কুৎসিত অসুস্থতা আছে। আবার মনুষ্য জন্মের মধ্যেই সেই দায়িত্ব পালনের অনিবার্য অভিশাপও আছে। একদিকে তীব্র প্রবৃত্তির বাসনার উদযাপন অন্যদিকে অহরহ ঘটে চলা মৃত্যু– দুই-ই স্নায়ুকে অবশ করে, ক্লান্ত করে। জগতের সব আয়োজনের মধ্যে থেকেও মানুষ নিদারুণ একা, বিচ্ছিন্ন। তাও তার পিঞ্জরে থাকে মৃত্যুর প্রতি ভয়, নিকষ কালো ভয়। যে অন্ধকারের কথা দিয়ে এই গল্প শুরু হয়, গল্প গড়ালে বোঝা যায় সেই অন্ধকার স্বপনের মনেরও অন্ধকার। হাসপাতালের যে ঘরে একেবারে মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিকে রাখা হয় তা পেরিয়ে এলে তাই স্বপন বলে ওঠে –

> "কী আশ্চর্য! আমি পার হয়ে এলাম এই লাল রঙের ভয়াবহ সিঁড়িটা যার উপকূলে একটা ঘর, যেখানে মৃত্যু এসে খেলা করছে। – কী আশ্চর্য আমি পার হয়ে এসেছি-আমি যে ভয় পাচ্ছিলাম এ কিন্তু একবারও বুঝতে পারিনি!"[১৭]

পাঠক জানেন, এই ভয় একা স্বপনের নয়। রোজ রাতে নিজের মৃত্যু নিয়ে স্বপ্ন দেখা ইলিয়াসের ভয়ও এতে মিশে আছে। একটি সাক্ষাৎকারে ইলিয়াস জানাচ্ছেন–

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 204
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "মৃত্যু কিন্তু খুব ছোটবেলা থেকে আমাকে ভীষণ তাড়িত করে। আমি প্রতিদিন without any fail স্বপ্ন দেখি এবং আমার স্বপ্নে regular আমি আমার মৃত্যু দেখি। কতবার যে আমি আমার dead body দেখেছি, ইয়ত্তা নেই। বার্ধক্যকে আমি সত্যি ভয় পাই। আমি জরাগ্রস্থ হতে চাই না, কক্ষনো না।"[১৮]

ইলিয়াস বারবার রোগকে ব্যবহার করেন অতীত বর্তমানের সেতু হিসেবে। এখানেও প্রায় বসন্তের গুটি শুকিয়ে আসা স্বপন যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখে মেসের জীবনের, আলগোছে আলাপচারিতা সেরে নেয় মায়ের সঙ্গে। মানুষের অবচেতন নিয়ে বিভিন্নরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা এ গল্পেও করেন ইলিয়াস।

৩

মৃত্যু নিয়ে যে ইলিয়াস বেশ স্পর্শকাতরই ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর ডায়রিও। তাঁর জীবন, বেঁচে থাকা, অস্তিত্ব নিয়ে যে তিনি সংবেদনশীল দার্শনিক লেখকদের মতোই ভাবছেন, তা ডায়রিতে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে, তাঁর জন্মদিনগুলোতে। তাঁর ছোটগল্পগুলিতেও যে এত মৃত্যু, এত অসুস্থতার কথা এসছে তাও আপতিক নয়, অকারণও নয়। নিজেই সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন, -

> "গল্পে এভাবে যে মৃত্যু এসেছে তার কারণ হতে পারে আমার খুব নিকটজনদের মৃত্যুর যে শোক বা ভয় তার জন্য ভেতর ভেতর আমি prepare হচ্ছি এ গল্পগুলি লিখে। এটাকে একধরনের psychological preparation for death বলতে পারো। মৃত্যু নিয়ে লিখে আমি হয়তো মৃত্যুর ভয় কাটাতে চেষ্টা করছি, সাহস সঞ্চয় করছি।"[১৯]

মৃত্যুর জন্য তৈরি হতে গিয়ে, প্রিয়জনদের কষ্টের মনকে ছেঁচে ফেলার আগে গল্প লিখতেই লিখতেই জীবনের যাবতীয় বেদনার সঙ্গে নির্মাণ করে ফেলতে চাইছেন একটা আপাত বোঝাপড়ার সম্পর্ক।

মৃত্যু নিয়ে ভয় পাওয়া ইলিয়াস তাঁর গল্পে জমিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন মৃত্যু, জরা অসুস্থতার গল্প। যদিও, জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে থাকা এই মৃত্যু, অসুস্থতাও শেষ অবধি জীবনের কথাই বলে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছে অসুস্থ মানুষের জটিল মনস্তত্ত্ব, যেমন আতমন্নেসার, কামালউদ্দিনের। কামালউদ্দিন রাতে যে মৃতদের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে টের পান মনে করেন, তাও সারাদিন কয়েদ হয়ে থাকা অসুস্থ মনকেও নির্দেশ করে। একদিকে যেমন 'দুধে ভাতে' গল্পের জয়নাব, 'যোগাযোগ' গল্পের রোকেয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের মাতৃত্ব, বাৎসল্যের ছবি তুলে এনেছেন অন্যদিকে অসুস্থ শরীর, মনোযোগ, সেবা গুরুত্ব না পাওয়া অসুস্থ আতমন্নেসার মনে পড়েছে মেয়ের প্রতি ঈর্ষার ছায়া তাও তিনি অবলীলায় সংস্কারহীন হয়ে দেখাচ্ছেন। অসুস্থতাকে তিনি ব্যবহার করেন মানুষে-মানুষে সম্পর্কের জটিল স্বার্থঘেরা সম্পর্ককে বোঝাতেও।

আর ব্যক্তিজীবনে যে মৃত্যু তাঁকে প্রতিদিন স্বপ্নে তাড়িত করত, তা কেড়ে নিয়েছে তাঁর অপূরণীয় স্বপ্নকেও। কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে মারা যান তিনি। মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি উপন্যাস লেখার জন্য অক্লান্ত পড়াশোনা করছিলেন। উপন্যাসটা শেষ করার জন্য সময় আর পাননি। তাঁর চরিত্রদের জীবন-মৃত্যু যে সুতোয় গেঁথে তুলেছিলেন সেই একই নিয়তিতে তাঁর মৃত্যুও অমোঘ হয়ে নেমে আসে।

Reference:

১. মণ্ডল, আলাউদ্দিন (সংকলন ও সম্পাদনা), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস চূর্ণ ভাবনা ও চূর্ণ কথা সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ, নয়া উদ্যোগ, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ২৮১
২. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ২য় অধ্যায়, সাংখ্যযোগ
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮ কলকাতা, পৃ. ৪২
৪. শাহাদুজ্জামান (গ্রন্থনা এবং সম্পাদনা), আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়েরি, প্রথম সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৭১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 204
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৫. তদেব, পৃ.৪৪
৬. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, রচনাসমগ্র ১, দশম মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, জানুয়ারি, ২০২৮, ঢাকা, পৃ.১২০
৭. তদেব, পৃ.১২০
৮. তদেব, পৃ.১২১
৯. তদেব, পৃ.১২২
১০. তদেব, পৃ.৭৭
১১. তদেব, পৃ.১৫৯
১২. তদেব, পৃ.১৮৮
১৩. তদেব, পৃ.১৮৯
১৪. তদেব, পৃ.১৯৪
১৫. তদেব, পৃ.১৯৫
১৬. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, রচনাসমগ্র ৪, চতুর্থ মুদ্রণ, জানিয়ারি, ২০২৪, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ২৯
১৭. তদেব, পৃ. ৩৫
১৮. মণ্ডল, আলাউদ্দিন (সংকলন ও সম্পাদনা), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস চূর্ণ ভাবনা ও চূর্ণ কথা সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ, নয়া উদ্যোগ, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ৫০
১৯. মণ্ডল, আলাউদ্দিন (সংকলন ও সম্পাদনা), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস চূর্ণ ভাবনা ও চূর্ণ কথা সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ, নয়া উদ্যোগ, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ৫০